

 **জাতীয় মানবাধিকার কমিশন**

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

 ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩- ১৩৬  তারিখঃ ০৩/০১/২০২৩

**সংবাদ বিজ্ঞপ্তিঃ**

**বাংলাদেশী অভিবাসীকে নির্যাতন এবং মুক্তিপণ আদায় সংক্রান্ত ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ**

গত ০১-০২ জনুয়ারি 2023 তারিখে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রবাসে কিছু বাংলাদেশী অভিবাসীকে নির্যাতন এবং মুক্তিপণ আদায় সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বিশেষত ইতালি পাঠানোর কথা বলে লিবিয়ায় প্রেরণ এবং সেখানকার এক বা একাধিক চক্র কর্তৃক বন্দীদের নির্যাতন, মুক্তিপণ আদায় ও হত্যার বিষয়টি উঠে এসেছে। প্রকাশিত বিস্তারিত সংবাদ থেকে জানা যায় চক্র গুলি ভুক্তভোগীদের নির্যাতন করে সেই নির্যাতনের ভিডিও ধারণ করে । নির্যাতনের ভিডিও দেশে পাঠিয়ে 8-10 লক্ষ টাকা মুক্তিপন দাবী করা হয়।

কমিশন মনে করে, মানবপাচারের শিকার ব্যক্তিরা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের শিকার হন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাবার কথা বলে লিবিয়ায় নিয়ে যাওয়া এবং মুক্তিপণ আদায়ের সংবাদ দেশের দৈনিক পত্রিকা গুলোয় প্রায়শই প্রকাশিত হয়। অভিবাসন দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাত। মানবপাচারের শিকার হয়ে কিছু অভিবাসী খুন পর্যন্ত হচ্ছেন যা কোন ক্রমেই প্রত্যাশিত বা গ্রহনযোগ্য নয়। প্রকাশিত সংবাদ থেকে এটি অনুমান করা যায় এ ধরণের কার্যক্রমের সাথে দেশের এক বা একাধিক চক্র জড়িত। তারা অবৈধভাবে আর্থিক দিকে লাভবান শুধু হচ্ছে না একই সাথে তারা কিছু মানুষকে অমানবিক নির্যাতন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক ও যথাযথভাবে এ সমস্যা মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সত্য ঘটনা উন্মোচন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিবাসন খাতকে আরো উন্নত এবং নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষরিত/-

ফারহানা সাঈদ

উপপরিচালক

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ